নববি আখলাক

লেখক

মুহাম্মদ ইসহাক মুলতানি

অনুবাদক

মুফতি মিনারুল ইসলাম

ইহদা
পাবলিকেশন

সূচিপত্র

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দয়া-মায়া	১৭
মানুষের ভুল ক্ষমা করার পুরস্কার	১৯
মানুষের বাড়াবাড়ি সহ্য করে নেওয়া	১৯
মুসলিমদের ওজর -আপত্তি গ্রহণ করা	২০
মুসলিমদের ক্ষমা করে দেওয়া	২০
বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করা	২০
নম্রতা ও সহজতা অবলম্বন করা	২১
ইসলামে কঠোরতা নেই	২২
কঠিন বিষয়ে বাধ্য না করা	২২
নিজের সাথে কঠোরতা না করা	২২
আল্লাহ তাআলার মহানুভবতা	২৩
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহানুভবতা	২৩
রাগের সময় ধৈর্য ধারণ করা	২৩
মানুষের মূর্খতাসুলভ আচরণকে ক্ষমা করে দেওয়া	২৪

বড়-বড় প্রাসাদের মালিকদের ঘটনা ২৪
পরকালীন জীবনে উঁচু মর্যাদা অর্জন করা ২৪
আবু দমদমের মতো হয়ে যাও ২৫
উত্তম চরিত্র এবং নম্রতা অবলম্বন করা ২৫
কোমল আচরণ ২৫
অধীনস্থদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করা ২৬
রাগের চিকিৎসা ২৬
সহ্য করা এবং উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করা ২৮
ক্ষমা করা ৩০
সহনশীলতা সালাফে-সালেহিনের অভ্যাস ৩১
ক্ষমা ও সহনশীলতার মৌলিক অর্থ ৩৩
সহনশীল হওয়া আল্লাহ তাআলার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ৩৪
নবিজির বরকতময় আখলাক ৩৫
নবিজির উত্তম আদর্শের মাধ্যমে তাঁর চারিত্রিক পরিচয় ৩৬
সহনশীল হওয়া সওয়াবের কাজ ৩৮
সহনশীলতার মর্যাদা ৩৮
আল্লাহ তাআলার সহনশীলতার অনুপম ঘটনা ৩৯
আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার মর্যাদা ৪০
ধৈর্য এবং সহনশীলতার মর্যাদা ৪১
মুসলমান এবং ক্ষমা করার গুণ ৪১
নবিজির জীবনী থেকে ক্ষমা এবং সহনশীলতা সংক্রান্ত কিছু ঘটনা ৪৬
প্রথম ঘটনা ৪৬
দ্বিতীয় ঘটনা ৪৭
তৃতীয় ঘটনা ৪৭
চতুর্থ ঘটনা ৪৮

পঞ্চম ঘটনা ৫১
ষষ্ঠ ঘটনা ৫২
সপ্তম ঘটনা ৫৩
অষ্টম ঘটনা ৫৪
উহুদ যুদ্ধের ঘটনা ৫৬
হিজরতের সফরের হৃদয়বিদারক ঘটনা ৫৭
উহুদ যুদ্ধের মর্মান্তিক ঘটনা ৫৭
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দয়ালু চরিত্র ৫৯
ব্যক্তিগত স্বার্থে কারও থেকে প্রতিশোধ না নেওয়া ৬১
ইহুদিদের অন্যায় আচরণ ক্ষমা করে দেওয়া ৬১
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহনশীলতা ৬৩
সহনশীলতার আশ্চর্য উদাহরণ ৬৪
ক্ষমা যেন রাগের ওপর প্রাধান্য পায় ৬৬
নবিযুগের আরেকটি ঘটনা ৬৯
হাসি-তামাশার বৈধতা এবং সীমারেখা ৭১
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উন্নত চরিত্র ৭২
বন্দিদের ছেড়ে দেওয়ার ঘোষণা ৭৩
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খোশমেজাজ ৭৪
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাসির ধরন ৭৭
আলি রা.-এর সিদ্ধান্তে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনন্দ প্রকাশ ৭৯
প্রতিশোধ নয়, ক্ষমাতেই আনন্দ ৮০
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়কার একটি স্মরণীয় ঘটনা ৮২
হাতেম তাঈ-এর মেয়ের সাথে নবিজির আচরণ ৮৫
মক্কাবিজয়ের পর মক্কার কাফেরদের সাথে নবিজির আচরণ ৮৬

তায়েফবাসীদের থেকে কষ্ট পাওয়ার পরও তাদের সাথে ক্ষমাসুলভ আচরণ ৮৮
আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার উপকারিতা ৯১
আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহের একটি বিশেষ শাখা ৯২
ক্ষমায় যে তৃপ্তি, প্রতিশোধে তা কখনোই পাওয়া যায় না ৯৪
হে আদম সন্তান, রাগের সময় আমাকে স্মরণ করো ৯৬
নববি আখলাক এবং ক্রোধের চিকিৎসা ৯৭
রাগ হলে বসে যাবে কিংবা শুয়ে পড়বে ৯৮
রাগের সময় আল্লাহ তাআলার কুদরতের কথা চিন্তা করা ৯৯
আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্ত এবং আচরণ ৯৯
হজরত আবু বকর রা.-এর নিজ গোলামকে ধমক দেওয়া ১০০
আত্মসংশোধনের প্রথম পর্যায়ে সম্পূর্ণভাবে রাগ দমন করা ১০১
শত্রুদের ওপর অনুগ্রহ করা ১০১
ঝগড়াবিবাদ অন্তরের নুর দূর করে দেয় ১০২
আচরণ সুন্দর করার জন্য উত্তম চরিত্রের শিক্ষা দেওয়া ১০৩
নবিগণের ঘটনা থেকে শিক্ষা ১০৫
সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা ১০৭
মানুষের সাথে ক্ষমাসুলভ আচরণ করো ১০৮
ক্ষমার মাধ্যমে দুনিয়া জান্নাতে পরিণত হয় ১০৯
কষ্টের সম্মুখীন হলে করণীয় ১০৯
মানব-চরিত্রের স্তরসমূহ ১১০
উত্তম চরিত্র ১১০
মর্যাদাবান চরিত্র ১১২
ইসলামি শরিয়তে দুই প্রকার চরিত্রকে একত্রীকরণ ১১৩

মহৎ চরিত্র ১১৪
মক্কাবাসীদের পক্ষ থেকে মুসলিমদের প্রতি সামাজিক বয়কট ১১৮
মুসলিমদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা ১১৯
সম্মিলিতভাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার ঘৃণ্য চক্রান্ত ১২০
বনি হাশেমের উপত্যকায় অবস্থান ১২০
উপত্যকায় পানাহারের কষ্ট ১২১
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধৈর্য ১২২
বাইরে থাকা কিছু মানুষের গোপন সহমর্মিতা এবং আবু জাহেলের নির্মমতা ১২২
সরদারদের আলোচনা ১২৩
মসজিদে হারামে সরদারদের ঐকমত্য ১২৪
অঙ্গীকারনামা পোকায় খেয়ে ফেলা ১২৫
আবু তালেবের কবিতা ১২৬
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদিনায় হিজরত ১২৭
সরদারদের পরামর্শ ১২৮
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার সিদ্ধান্ত ১২৯
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ সংক্রান্ত ওহি নাজিল ১২৯
হিজরতের প্রস্তুতি ১৩০
সফরসঙ্গী নির্ধারণ এবং হজরত আবু বকর রা.-এর আনন্দ ১৩১
দুটি উটের ব্যবস্থা ১৩২
উটনীর নাম এবং মূল্য ১৩৩
কুরাইশদের বেষ্টনী এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদিনায় রওনা ১৩৩
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজিযা ১৩৫
নিরাপদে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সওর গুহায়

আশ্রয় নেওয়া ১৩৬
কুরাইশদের কাছে নিজেদের ব্যর্থতার সংবাদ ১৩৭
হজরত আলি রা.-এর সাহসিকতা ১৩৮
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমানতদারিতা ১৩৮
মক্কা নগরীকে বিদায় ১৩৯
কুরাইশ কাফেরদের উন্মাদনা এবং নবিজির সন্ধানদাতার জন্য পুরস্কার ঘোষণা ১৪০
খাওয়া-দাওয়া এবং মক্কার সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগতি ১৪১
হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর সন্তানদের কুরবানি ১৪২
সওর পর্বতের দিকে রওনা ১৪৩
মুসলিমদের হিজরতের বিস্তারিত বিবরণ ১৪৩
মদিনায় হিজরতের বিস্তারিত বিবরণ ১৪৮
দীনের জন্য অসহনীয় কষ্ট ভোগ করা ১৫৯
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহনশীলতা ১৫৯
বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করা ১৬০
দীনের জন্য ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করা ১৬০
হজরত আয়েশা রা.-এর ঘটনা ১৬১
অসচ্ছলতার কষ্ট সহ্য করা ১৬২
সাদামাটা জীবনযাপন ১৬২
সহনশীলতার অনন্য দৃষ্টান্ত ১৬৩
আহলে বাইতের সহনশীলতা ১৬৩
কাফেরদের নির্যাতনে ধৈর্য ধারণ করা ১৬৪
দরজায় নাপাকি রেখে যাওয়া ১৬৭
মক্কার সাধারণ মানুষদের কর্মকান্ড ১৬৭
ইসলাম এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ শত্রু ১৬৮

আবু জাহেল বিন হিশাম ১৬৮
আবু লাহাব ১৭০
উম্মে জামিল ১৭১
আবু লাহাবের ধ্বংস ১৭৩
উতাইবার ধ্বংস ১৭৪
উমাইয়া বিন খলফ ১৭৫
উবাই বিন খলফ ১৭৬
উবাই বিন খলফের মৃত্যু ১৭৭
উকবা বিন আবি মুঈত ১৭৯
ওয়ালিদ বিন মুগিরা ১৮১
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা ১৮৩
আবু কায়েস ইবনে আলফাকা ১৮৫
নজর বিন হারেস ১৮৫
মক্কার কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ১৮৬
আস ইবনে ওয়ায়েল ১৮৭
আসওয়াদ বিন মুত্তালিব ১৮৮
আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগুস ১৮৮
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আকাশসম ধৈর্য ১৮৯
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধৈর্য এবং দৃঢ়তার সামনে কাফেরদের নতজানু অবস্থা ১৯০
নিজ কন্যাকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে ধৈর্যের উপদেশ ১৯৩
অধীনস্থদের সাথে নম্র আচরণের আদেশ ১৯৫
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভুক্ত থাকা ১৯৬
সঙ্গীদের সাথে নম্র আচরণ করা ১৯৮

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারে অসচ্ছলতা ১৯৯
শত্রুদের সাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যবহার ২০৪
নবিগণের সহ্যসীমার ছোট্ট বিবরণ ২০৬
আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার এক আশ্চর্য ঘটনা ২০৭
এক সাহাবির সাথে নবিজির দয়ার্দ্র আচরণ ২০৮
সর্বোত্তম চরিত্রের উদাহরণ ২০৯
ইহুদির ঋণের ঘটনা ২১১
এক যুবকের সঙ্গে অমায়িক আচরণ ২১৩
হজরত ওয়াহশি রা.-এর ওপর দয়া ২১৪
নবিজির দরবারে আদি বিন হাতিম রা. ২১৬
নবিজির চাচা আব্বাস রা.-এর ঘটনা ২১৮
ইসলামের বিরুদ্ধে কুরাইশদের ষড়যন্ত্র ২২০
ইসলাম গ্রহণকারীদের ওপর কুরাইশদের অত্যাচার ২২০
কাফেরদের পক্ষ থেকে কমিটি গঠন ২২২
হাবশায় হিজরত ২২৩
হজরত উসমান রা.-এর মর্যাদা ২২৪
ইহুদিদের শত্রুতা, চুক্তিভঙ্গ ও মুসলিমদের প্রতিরক্ষা ২২৪
ইহুদিদের প্রথম ষড়যন্ত্র ও বনি কাইনুকা-কে বহিষ্কার ২২৫
ইহুদিদের দ্বিতীয় ষড়যন্ত্র: নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে
হত্যার চক্রান্ত ও বনি নজিরের বহিষ্কার ২২৫
ইহুদিদের তৃতীয় ষড়যন্ত্র: রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সর্বসাধারণের বিদ্রোহ
এবং এর পরিণতিতে খন্দকের যুদ্ধ ২২৬
আহজাবের যুদ্ধে কাফের গোত্র এবং তাদের নেতৃবৃন্দ ২২৭
বনু কুরাইজার পরিণতি ২৩০
বনু কুরাইজার বিচারভার সাআদ ইবনে মুআজ রা.-এর ওপর ২৩০

সাআদ ইবনে মুআজ রা.-এর সিদ্ধান্ত	২৩১
আক্রমণকারী ৮০ জন শত্রুকে ক্ষমা ঘোষণা	২৩২
আবু জান্দাল রা.-এর ঘটনা	২৩৩
আবু জান্দাল রা.-এর ঘটনার মূল শিক্ষা	২৩৫
হুদাইবিয়া সন্ধির প্রকৃত উপকারিতা	২৩৫
মুসলিমদের কাবা তাওয়াফ এবং এর ফলাফল	২৩৬
ন্যায়বিচার ও দয়া	২৩৬
শত্রুর প্রতি দয়া	২৩৭
উদারতা ও দানশীলতা	২৩৮
ক্ষমা ও দয়া	২৩৯
আত্মসংশোধনকারী কিছু ঘটনা	২৪০
স্ত্রীদের মনরক্ষা করা এবং মন-মর্জির খেয়াল রাখা	২৪২
ইতিকাফের ক্ষতিপূরণ	২৪৪
একটি সুন্নত	২৪৪
নবিগণের সহনশীল আচরণ	২৪৫
এই সুন্নতগুলোর ওপরও আমল করো	২৪৬
এই সুন্নতের ওপর আমল করলে দুনিয়া হবে জান্নাত	২৪৭
কোনো কারণে কষ্ট পেলে এটা ভাবো	২৪৭
চল্লিশ বছরের যুদ্ধের কারণ	২৪৮

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দয়া-মায়া

হজরত আনাস রা. বর্ণনা করেন, আমি দশ বছর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করেছি, কখনো তিনি আমাকে "উফ" শব্দটি পর্যন্ত বলেননি। কখনো কোনো কাজের ব্যাপারে তিনি আমাকে বলেননি যে, এ কাজটি কেন করলে না বা এ কাজটি কেন করলে?[১]

দশ বছর দীর্ঘ একটা সময়। এই দীর্ঘ সময়ে খাদেমের কোনো আচরণে বিরক্তি প্রকাশ না করাটা কোনো সাধারণ বিষয় নয়। কী মনে হয় আপনাদের, প্রায় এক যুগের মতো সময়ে খাদেমের পক্ষ থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মন-মর্জির খেলাফ কোনো বিষয় কি ঘটেনি!

আনাস রা. আরও বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সবচেয়ে উত্তম চরিত্র-মাধুর্যের অধিকারী। একদিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এক জায়গায় যাওয়ার কথা বললেন। আমি মুখে তো বললাম যাব না, কিন্তু মনে মনে যাওয়ার ইচ্ছা করলাম। (বয়স কম হওয়ায় আচরণ এমন ছিল)। তো আমি সেখানে যাচ্ছিলাম। যাওয়ার সময় দেখলাম, রাস্তায় আমার সমবয়সী ছেলেরা খেলাধুলা করছে। তখন আমিও তাদের সাথে খেলতে শুরু করলাম। হঠাৎ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেছন থেকে এসে আমার কাঁধে হাত রাখলেন। আমি তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি হাসতে লাগলেন। বললেন, 'আমি যেখানে যাওয়ার কথা বলেছিলাম সেখানে যাচ্ছো কি?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ আল্লাহর রাসুল, যাচ্ছি।'[২]

আনাস রা. থেকে আরেকটি বর্ণনা রয়েছে—যখন ফজরের নামাজ শেষ হতো, তখন মদিনার অধিবাসীদের দাসরা তাদের পানির পাত্র নিয়ে হাজির হয়ে যেত।

---

[১]. সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম।
[২]. সহিহ মুসলিম।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে যে পাত্রটি রাখা হতো, তিনি তাতে বরকতের জন্য নিজের হাত রাখতেন। অনেক সময় শীতের সকালে প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়ত, তখনও তিনি পানিতে নিজের হাত দিতে সামান্যতমও দ্বিধাবোধ করতেন না।

হজরত আয়েশা রা. বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনোই নিজের হাতে কাউকে আঘাত করেননি। অর্থাৎ, কোনো কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে কাউকে তিনি নিজের হাতে আঘাত করেননি; সে নিজের খাদেম কিংবা অন্য কোনো মহিলা—যে-ই হোক। তবে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের বিষয়টা ভিন্ন। ব্যক্তিগতভাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিয়েছে, এমন কারও থেকে তিনি কখনোই প্রতিশোধ নেননি। তবে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হারামকৃত কোনো বিষয়ে কেউ যদি লিপ্ত হয়ে যেত, তাহলে আল্লাহ তাআলার বিধান বাস্তবায়ন করার জন্য তিনি শাস্তি কার্যকর করতেন।

হজরত আনাস রা. বলেন, আমার বয়স যখন আট বছর, তখন আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করতে শুরু করি এবং একটানা দশ বছর তাঁর খেদমত করেছি। আমার হাতে যদি কোনো জিনিস নষ্ট হয়ে যেত, তাহলে তিনি কখনোই এর জন্য আমাকে তিরস্কার করতেন না। ঘরের অন্য কেউ যদি এর জন্য আমাকে কিছু বলত, তখন তিনি তাদের বলতেন, 'আরে বাদ দাও তো...! অন্য যেকোনো ভুল-ত্রুটির ক্ষেত্রেও আমার প্রতি তাঁর আচরণ এমনই ছিল।

হজরত আনাস রা. থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, একবার এক লোক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে ছাগল চাইল—যেই ছাগলগুলো ছিল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজস্ব মালিকানাধীন, উপত্যকায় চড়ে বেড়াচ্ছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সবগুলো ছাগল ওই লোককে দিয়ে দিলেন। লোকটি ছাগল নিয়ে তার গোত্রে চলে গেল। গিয়ে বলতে লাগল, 'হে লোক সকল, তোমরা সবাই মুসলমান হয়ে যাও। আল্লাহর শপথ, হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে এত পরিমাণ দান করেন যে, নিজের হাত খালি হয়ে গেলেও তিনি কোনোরকম ভ্রুক্ষেপ করেন না।'

মানুষের ভুল ক্ষমা করার পুরস্কার

নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কেয়ামতের দিন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করতে থাকবে, ওই লোকেরা কোথায়, যারা মানুষের ভুলগুলোকে ক্ষমা করে দিত! তারা যেন আল্লাহ তাআলার সামনে আসে এবং নিজেদের পুরস্কার নিয়ে যায়। কারণ, যে মুসলমানের মধ্যে এই গুণটি থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশের দাবিদার।

মানুষের বাড়াবাড়ি সহ্য করে নেওয়া

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মুসলিমরা, তোমরা শোন! কেউ যদি গালি খাওয়ার পর কিংবা কারও থেকে অন্যায়ভাবে আঘাত পাওয়ার পর চুপ থাকে, ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ তাআলা তার সম্মান বাড়িয়ে দেন। অতএব হে মুসলিমরা, মানুষকে ক্ষমা করে দাও ,ক্ষমা করে দাও, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। [৩]

[৩]. ইবনু নাজ্জারের বর্ণনা।

মুসলিমদের ওজর-আপত্তি গ্রহণ করা

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন কোনো মুসলমান তার অপর মুসলমান ভাইয়ের কাছে কোনো ভুলের ব্যাপারে ওজর-আপত্তি পেশ করে, তখন তার ওজর গ্রহণ করা উচিত; যদিও জানা থাকে যে, তার এই ওজর-আপত্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা। যদি কেউ মুসলমান ভাইয়ের ওজর গ্রহণ না করে, তাহলে কেয়ামতের দিন হাউজে কাউসারের পাশে সে জায়গা পাবে না। [৪]

মুসলিমদের ক্ষমা করে দেওয়া

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দেয়, আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন।[৫]

বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করা

ইমাম কুরতুবি রহ. বলেন, ইয়াকুব আ.-এর ঘটনা, কোনো মুসলমান যখন নিজের জান-মালের ব্যাপারে কোনো বিপদের সম্মুখীন হয়, তখন এর প্রতিকার হলো, ধৈর্য ধারণ করা এবং আল্লাহ তাআলার ফয়সালার ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকা। একইসঙ্গে ইয়াকুব আ.-সহ অন্যান্য নবিগণের অনুসরণ করা।

---

৪. আবু শায়খের বর্ণনা।

৫. ইবনু হিব্বান।

হজরত হাসান বসরি রহ. বলেন, আল্লাহ তাআলার কাছে বান্দার দুটি বিষয় খুবই প্রিয়: ১. বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ করা করা। ২. নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণ করা

এক লোক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমার কিছু আত্মীয়স্বজন আছে, আমি তাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলি, কিন্তু তারা আমার হক নষ্ট করে। আমি তাদের সাথে ভালো আচরণ করি, অথচ তারা আমার সাথে মন্দ আচরণ করে। আমি তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হই, অথচ তারা আমার সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়।' তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, 'যদি বাস্তবতা এমনই হয়, তাহলে তুমি তাদেরকে জলন্ত অঙ্গার খাওয়াচ্ছ![৬] তোমার আচরণের কারণে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তোমার জন্য সবসময় একজন সাহায্যকারী থাকবে।'[৭]

নম্রতা ও সহজতা অবলম্বন করা

আল্লাহ তাআলা এই উম্মতের জন্য সব ব্যাপারে সহজতা চেয়েছেন, কঠোরতা চাননি। তিনি নম্রতাকে পছন্দ করেন। নম্র আচরণে আল্লাহ তাআলা যে পরিমাণ সওয়াব রেখেছেন, কঠোরতার মধ্যে তিনি এরকম কিছু রাখেননি।[৮] আল্লাহ তাআলা প্রতিটি কাজে নম্রতাকে পছন্দ করেন।[৯]

---

৬. অর্থাৎ, তোমার সাথে এমন আচরণ করার কারণে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।-অনুবাদক

৭. সহিহ মুসলিম।

৮. মুসনাদে আহমদ।

৯. সহিহ বুখারি।

ইসলামে কঠোরতা নেই

যেভাবে আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্ট নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর ব্যাপারে মানুষকে জিজ্ঞেস করবেন, ঠিক তেমনি যে বিষয়গুলোর ব্যাপারে তিনি অনুমতি দিয়েছেন, সেগুলোর ব্যাপারেও জবাবদিহিতা নেবেন। আল্লাহ তাআলা আমাকে ইবরাহিম আ.-এর ধর্ম দিয়ে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন, যে ধর্ম সবচেয়ে সহজ এবং যার মধ্যে কোনোরকম কঠোরতা নেই।[১০]

কঠিন বিষয়ে বাধ্য না করা

মুসলিমগণ শুনে রাখো! তোমাদেরকে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে সহজ বিষয়ে পথ দেখানোর জন্য; কঠিন কঠিন বিষয়ে বাধ্য করার জন্য তোমাদের পাঠানো হয়নি।[১১]

নিজের সাথে কঠোরতা না করা

মুসলিমগণ শুনো! নিজের নফসের ওপর কঠোরতা করো না। যদি এমন করো, তাহলে আল্লাহ তাআলাও তোমাদের সাথে কঠোর আচরণ করবেন। যারাই নিজেদের সাথে নিজেরা কঠোরতা করেছে, আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর কঠোরতাকে চাপিয়ে দিয়েছেন। এ ধরনের লোকের দেখা মেলে গির্জা এবং বিভিন্ন মাজারে। এরা নিজেরাই বৈরাগ্যজীবন বেছে নিয়েছে; আল্লাহ তাআলা কখনো এমন নির্দেশ দেননি।

---

১০. ইবনু আসাকিরের বর্ণনা।

১১. সহিহ মুসলিম।

আল্লাহ তাআলার মহানুভবতা

আল্লাহ তাআলার মতো মহানুভব আর কে হতে পারে! লোকেরা তাঁর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করেছে, তার সাথে অন্যকে শরিক হিসেবে উপস্থাপন করেছে—এরপরও তিনি মানুষকে সুস্থ রাখেন, রিজিক দেন! [১২]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহানুভবতা

রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমাকে যে পরিমাণ কষ্ট দেওয়া হয়েছে, অন্য কোনো মানুষকে এ পরিমাণ কষ্ট দেওয়া হয়নি।[১৩]

রাগের সময় ধৈর্য ধারণ করা

প্রচণ্ড রাগান্বিত হওয়ার সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি নিজের রাগকে কাবু করতে পারে, আল্লাহ তাআলা তার অন্তরকে ঈমান দিয়ে পরিপূর্ণ করে দেন[১৪]

[১২] সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম।
[১৩] আবু নাইমের বর্ণনা।
[১৪] সুনানে আবু দাউদ।

মানুষের মূর্খতাসুলভ আচরণকে ক্ষমা করে দেওয়া

মুসলিমগণ শোনো! যখন কোনো আহমক ব্যক্তি থেকে মূর্খতাসুলভ আচরণ প্রকাশ পায়, তখন সেটাকে সহজভাবে নাও। আর যদি কোনো বুদ্ধিমান মানুষ থেকে এমন কাজ প্রকাশ পায়, তাহলে তাকে ক্ষমা করে দাও।[১৫]

বড়-বড় প্রাসাদের মালিকদের ঘটনা

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি মেরাজের রাতে বেহেশতে বড় বড় প্রাসাদ দেখলাম। জিবরাইল আ.-কে জিজ্ঞেস করলাম, 'এই প্রাসাদগুলো কাদের জন্য?' তিনি বললেন, 'যারা ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং অন্যদের ভুলগুলো ক্ষমা করে দেয়, এই প্রাসাদগুলো তাদের জন্য।'[১৬]

পরকালীন জীবনে উঁচু মর্যাদা অর্জন করা

যে ব্যক্তি দেখতে চায় যে, কেয়ামতের দিন তার মর্যাদা উঁচু হোক, সে যেন ওই ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেয়, যে তার ওপর জুলুম করেছে। ওই ব্যক্তিকে দান করে, যে তাকে কিছুই দেয়নি। ওই ব্যক্তির সাথে যেন সম্পর্ক মজবুত করে, যে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। আর ওই ব্যক্তিকে যেন সহ্য করে, যে তার ব্যাপারে মন্দ কথা বলে।[১৭]

---

১৫. দাইলামির বর্ণনা।

১৬. দাইলামির বর্ণনা।

১৭. খতিব এবং ইবনু আসাকিরের বর্ণনা।